



93243 - বার্ধক্য বা অসুস্থতার কারণে রোযা পালনে অক্ষম ব্যক্তির ফদিয়ার পরমাণ

প্রশ্ন

আমার বাবা বার্ধক্য ও অসুস্থতার কারণে অক্ষম হয়ে গোটো রমজান মাসে রোযা রাখতে পারেননি। এই রোযাগুলোর কাযা পালন করার আগই বাবা মারা গছেন। দরদিরদরেকে অর্থ দানরে মাধ্যমে আমরা তাঁর রোযার কাফফারা আদায় করছি। পরবর্তীতে জানতে পারলাম যে, অর্থ দিয়ে কাফফারা দয়োর সটো আদায় হবে না, খাদ্য দিয়ে কাফফারা আদায় করতে হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে- আমরা কি তাহলে পুনরায় কাফফারা আদায় করব? এবং সটোর পরমাণ কত?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক :

মালকৌ, শাফয়ৌ ও হাম্বলী মাজহাবরে জমহুর (অধিকাংশ) আলমেরে মতানুযায়ী অর্থদানরে মাধ্যমে রোযার ফদিয়া আদায় যথেষ্ট নয়। বরং ওয়াজবি হল খাদ্যদানরে মাধ্যমে রোযার ফদিয়া আদায় করা। যহেতে আল্লাহ তাআলা বলছেন: "আর যাদরে জন্য তা (সিয়াম পালন) কষ্টকর হবে, তাদরে কর্তব্য ফদিয়া তথা একজন দরদিরকে খাবার প্রদান করা।" [সূরা বাক্বারাহ, ২ : ১৮৪] ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা এ আয়াতরে তাফসরিবে বলছেন: "আয়াতে উদ্দেশ্য হচ্ছে- অশীতপির বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাযারা রোযা পালনে অক্ষম। তাঁরাউভয়ে প্রতদিনরে বদলে একজন মসিকীন খাওয়াবনে।" [এটি বর্ণনা করছেন ইমাম বুখারি (৪৫০৫)]

'ফাতাওয়াল লাজনাদ্ দায়মি (১০/১৯৮) তে এসছে: "যখন ডাক্তারগণ এই সিদ্ধান্ত দনে যে আক্রান্ত রোগের কারণে আপনি রোযা পালন করতে পারবনে না এবং এ রোগ থেকে সুস্থতাও আশা করা যায় না তখন আপনাকে বিগিত ও আগত মাসগুলোর প্রতদিনরে পরবর্ততে একজন মসিকীন খাওয়াতে হবে, যার পরমাণ হল দশীয় খাদ্যদ্রব্য যমেন খজের বা অন্য কোন খাদ্যরে অর্থ স্বা'। আপনি যদি ছুটে যাওয়া দিনগুলোর সম সংখ্যক দিন একজন মসিকীনকে রাতরে বা দুপুররে খাবার খাইয়ে থাকনে তবে তা যথেষ্ট হবে। কনিতু অর্থদানরে মাধ্যমে ফদিয়া দলি সটো যথেষ্ট হবে না।" সমাপ্ত।

অতএব বয়বৃদ্ধ ব্যক্তি অথবা এমন রোগী যার সুস্থতা আশা করা যায় না তারা প্রতদিনরে পরবর্ততে একজন মসিকীন খাওয়াবনে। এর পরমাণ স্থানীয় খাদ্যদ্রব্য যমেন গম, খজের, অথবা চাল ইত্যাদি এর অর্থ স্বা'। অর্থ স্বা প্রায় ১.৫ কঃগ্রাঃ এর সমান। [দখুন- ফাতাওয়া রমজান, পৃষ্ঠা- ৫৪৫]



তনি চাইলে পুরো মাসরে ফদিয়া মাস শেষে একসাথেও আদায় করতে পারনে। যমেন ধরুন একমাসরে ফদিয়া হবে- ৪৫ কলিগ্ৰাম চাল। তনি যদি রান্নাবান্নার ব্যবস্থা করে মসিকীনদেরকে দাওয়াত করে খাওয়ান সটো আরো ভাল। কারণ আনাস রাদয়াল্লাহু আনহু এমনটি করতনে।

দুই: আপনারা যদি কোন আলমেরে ফতোয়ার উপর ভিত্তি করতের্থরে দ্বারা ফদিয়া আদায় করে থাকনে তবে এ ফদিয়া পুনরায় আদায় করতে হবে না। আর যদি আপনারা কাউকে জিজ্ঞাসে না করে নিজেরাই তা করে থাকনে তবে সে ক্ষতেরে ওয়াজবি হবে পুনরায় খাদ্যেরে মাধ্যমফেদিয়া আদায় করা। এটি অধিকতর সতকর্তা অবলম্বতি ফতোয়া এবং আপনাদেরে বাবার দায়মুক্তরি ক্ষতেরে অধিকি নরিপদ। আল্লাহ্ আপনাদেরে বাবাকে রহম করুন ও তাঁকে ক্ষমা করে দনি।

আল্লাহই সবচয়ে ভালো জাননে।